Power Point Presentation by :

Lombadhar kumar

SACT

Dept. of Philosophy

Saltora Netaji Centenary College

আজকের পাঠ

ভগবদগীতার প্রাথমিক ধারণা

6th SEMESTER (HONOURS)

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम ॥
श्रीमद्भगवद्गीता

গীতা ৭০০টি শ্লোক নিয়ে ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

অধ্যায়, অধ্যায়ের নাম, শ্লোক

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	শ্লোক
১.	অর্জুন বিষাদ যোগ	৪৭
২.	সাংখ্যযোগ	৭২
৩.	কর্মযোগ	৪৩
৪.	জ্ঞান-কর্ম-সন্ন্যাস যোগ	৪২
৫.	কর্ম-সন্ন্যাস যোগ	২৯
৬.	আত্ম-সংযম যোগ	৪৭
৭.	জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ	৩০
৮.	অক্ষর-পরব্রহ্ম যোগ	২৮
৯.	রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগ	৩৪

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	শ্লোক
১০.	বিভূতি যোগ	৪২
১১.	বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ	৫৫
১২.	ভক্তি যোগ	২০
১৩.	ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ	৩৪
১৪.	গুণত্রয়-বিভাগ যোগ	২৭
১৫.	পুরুষোত্তম যোগ	২০
১৬.	দৈবাসুরসম্পদ-বিভাগ যোগ	২৪
১৭.	শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ	২৮
১৮.	মোক্ষ-সন্ন্যাস যোগ	৭৮
	সর্বমোট	৭০০

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় মোট ৭০০ টি শ্লোক আছে। তাই এর অপর নাম (মার্কন্ডেয় পুরাণ অন্তরগত শ্রী শ্রী চন্ডীর ও) সপ্তশতী। এই ৭০০টি শ্লোকের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের ১টি, সঞ্জয়ের ৪০টি, অর্জুনের ৮৫টি ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্ত ৫৭৪ টি শ্লোক আছে।

যেহেতু বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়, সেহেতু মহাভারতের অংশরূপে গীতাও তার দ্বারাই রচিত বলে ধারণা করা হয়। ভগবদ্গীতার রচনাকাল সম্বন্ধে অনেক রকম মতামত রয়েছে। ঐতিহাসিকেরা এই গ্রন্থের রচনাকাল হিসেবে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত যে কোন সময়ের মধ্যে হতে পারে বলে অনুমান করেছেন। অধ্যাপক জিনিন ফাউলারের মতে এই গ্রন্থের রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী বলে মনে করলেও, গীতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ **কাশীনাথ উপাধ্যায়** মহাভারত ব্রহ্ম সূত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ পর্যালোচনা করে প্রমাণ করে যে, গীতা খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের পূর্বপর্যন্ত **গীতা** মহাভারতের অংশ হতে পৃথক ছিলনা। তবে শঙ্করাচার্য ৭৮৮-৮২০ খ্রিস্টাব্দের মাঝে গীতার ভাষ্য রচনা করেন। ১৮৭৫ সালের পূর্বপর্যন্ত বিভিন্ন মতের আরও ৫০জন গীতার ভাষ্য ও অনুবাদ করেন। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম ভাগে কম্পানির অর্থায়নে চার্লস উইলকিন্স মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের,২৫তম অধ্যায় হতে ৪২তম অধ্যায় পর্যন্ত ১৮টি অধ্যায়কে আলাদা করে ‘Dialogues of Krishna and Arjun in Eighteen Lectures with Notes’ নামে প্রথম ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেন।

ভগবদ্গীতা আমাদেরকে বিশুদ্ধতা, শক্তি, শৃঙ্খলা, সততা, দয়া এবং সততার সাথে জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করে । এইভাবে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে পারি।

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় হি সাধুনাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

শ্রীমদ্ভগবতগীতা হল এক অনন্য গ্রন্থ। এতে জীবনের সার নিহিত রয়েছে। আবার দ্বাপর যুগে কৃষ্ণের সমস্ত লীলার বর্ণনাও পাওয়া যায় গীতায়। অর্জুন ও কৃষ্ণ সম্বাদ গীতায় স্থান পেয়েছে। গীতায় জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, একেশ্বরবাদ ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তিকে কর্মের গুরুত্ব বোঝায় গীতা। এমনকি শ্রেষ্ঠ মানব জীবনের সার রয়েছে এই গীতার মধ্যে। এতে ১৮টি অধ্যায় রয়েছে, যাতে জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুন-বিষাদ যোগ। এতে ৪৬টি শ্লোকের মাধ্যমে অর্জুনের মনঃস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। অর্জুন নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চান না। তার পর কৃষ্ণ তাঁকে কী ভাবে সম্মত করান, তা এই অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য যোগ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়। এতে মোট ৭২টি শ্লোক রয়েছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সাংখ্যযোগ, বুদ্ধিযোগ ও আত্মার জ্ঞান দেন। এই অধ্যায় বাস্তবে গীতার সারাংশ।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই অধ্যায়। এতে মোট ৪৩টি শ্লোক রয়েছে। এখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝান যে, ফলাফলের চিন্তা না-করেই ব্যক্তিকে কর্ম করা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞান কর্ম সন্ন্যাস যোগ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। এতে ৪২টি শ্লোক রয়েছে। অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেন ধর্মপরায়ণের সংরক্ষণ ও অধর্মীদের বিনাশের জন্য গুরুর মাহাত্ম্য অনেক বেশি।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম সন্ন্যাস গীতার পঞ্চম অধ্যায়। এতে ২৯টি শ্লোক রয়েছে। এখানে অর্জুন কৃষ্ণকে জিগ্যেস করেন যে কর্মযোগ ও জ্ঞান যোগ—এই দুইয়ের মধ্যে তাঁর জন্য কোনটি শ্রেষ্ঠ। তখন কৃষ্ণ জানান যে, দুটোরই লক্ষ্য এক, কিন্তু কর্মযোগই উৎকৃষ্ট।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্মসংযম যোগ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়। এখানে ৪৭টি শ্লোক রয়েছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে অষ্টাঙ্গ যোগ সম্পর্কে জানান। মনের ভ্রান্তি কী ভাবে দূর করা যায়, তা অর্জুনকে জানান কৃষ্ণ।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ গীতার এই অধ্যায় স্থান পেয়েছে, যেখানে ৩০টি শ্লোক রয়েছে। এখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে নিরপেক্ষ বাস্তব এবং তার ভ্রামক ঊর্জা, মায়া সম্পর্কে উপদেশ দেন।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্মযোগ গীতার এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। এতে ২৮টি শ্লোক রয়েছে। গীতার এই পাঠে স্বর্গ ও নরকের সিদ্ধান্ত সামিল। এতে মৃত্যুর আগে ব্যক্তির চিন্তা, আধ্যাত্মিক সংসার ও নরক এবং স্বর্গে যাওয়ার পথ সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যারাজগুহ্য যোগ গীতার নবম অধ্যায় যেখানে ৩৪টি শ্লোক রয়েছে। কৃষ্ণের আভ্যন্তরীণ ঊর্জা সৃষ্টিকে ব্যাপ্ত করে, তার সৃজন করে এবং পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে নষ্ট করে দেয়।

দশম অধ্যায়

বিভূতি যোগ গীতার দশম অধ্যায় এবং এতে ৪২টি শ্লোক রয়েছে। এখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে জানান, কী ভাবে সমস্ত তত্ব ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের অন্ত করে।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বস্বরূপ দর্শন যোগ গীতার একাদশ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু, যেখানে ৫৫টি শ্লোক রয়েছে। এই অধ্যায়ের অর্জুনের নিবদনে কৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

২০টি শ্লোকের মাধ্যমে ভক্তি যোগ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ভক্তি মার্গের মহিমা সম্পর্কে অর্জুনকে জানান কৃষ্ণ। এর পাশাপাশি অর্জুনকে ভক্তি যোগের বর্ণনা দেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এতে ৩৫টি শ্লোক রয়েছে। এতে কৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান দেন। পাশাপাশি সত্ব, রজ ও তম গুণ দ্বারা উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্ম নেওয়ার উপায় জানান।

চতুর্দশ অধ্যায়

২৭টি শ্লোকের সাহায্যে গণত্রয় বিভাগ যোগ এই অধ্যায় বর্ণিত। এতে কৃষ্ণ সত্ব, রজ ও তম গুণ ও মনুষ্যের উত্তম, মধ্যম অন্যান্য গতির সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। অবশেষে এই গুণ লাভের উপায় ও এর ফল জানিয়েছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম যোগ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়। এতে ২০টি শ্লোক রয়েছে। এখানে কৃষ্ণ বলেন যে, ঐশ্বরিক প্রকৃতি সম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষ সর্বপ্রকারে আমার ভজন করেন ও অসুর প্রবৃত্তির অজ্ঞানী পুরুষ আমার উপহাস করেন।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসংপদ্বিভাগ যোগ গীতার ষোড়শ অধ্যায়। এখানে ২৪টি শ্লোক রয়েছে। এতে কৃষ্ণ স্বাভাবিক রীতিতে ঐশ্বরিক প্রকৃতির জ্ঞানী পুরুষ ও অসুর প্রবৃত্তির অজ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ সম্পর্কে জানিয়েছেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ গীতার সপ্তদশ অধ্যায়। এতে ২৮টি শ্লোক রয়েছে। এখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে জানান, শাস্ত্র বিধির জ্ঞান না-থাকলে ও অন্য কারণে শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করা সত্ত্বেও যজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি শুভ কর্ম শ্রদ্ধা ভরে করে থাকেন, তাঁদের পরিস্থিতি কেমন হয়।

অষ্টদশ অধ্যায়

মোক্ষ-সন্ন্যাস যোগ গীতার অষ্টদশ অধ্যায়। এতে ৭৮টি শ্লোক রয়েছে। এটি আগের সমস্ত অধ্যায়ের সারমর্ম। এতে অর্জুন কৃষ্ণের কাছে ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ও ত্যাগ অর্থাৎ ফলাসক্ত রহিত কর্মযোগের তত্ব জানার ইচ্ছা প্রকট করেন।

ধন্যবাদ